

সূত্র নং- বিএসইসি/ মুখপাত্র/০২/২০২৪/০৪

তারিখ: ২১ মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে কক্সবাজারে বাংলাদেশ ওশেনোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট কর্তৃক ‘ব্লু ইকোনমি: ফাভিং প্রসপেকটস অব ক্যাপিটাল মার্কেট’ শীর্ষক সেমিনার আয়োজিত হয়। কক্সবাজারে বাংলাদেশ ওশেনোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর ক্যাম্পাসে সকাল ১১:০০ টায় সেমিনারটি আরম্ভ হয়।

উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএসইসি কমিশনার ড. শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ। এছাড়াও বাংলাদেশ ওশেনোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. তৌহিদা রশিদ উক্ত সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন।

উক্ত সেমিনারে বাংলাদেশ ওশেনোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. তৌহিদা রশিদ ‘বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা এবং সুনীল অর্থনীতি উন্নয়নে সরকারের পরিকল্পনা’ শীর্ষক প্রেজেন্টেশন উপস্থাপনা প্রদান করেন। তিনি প্রেজেন্টেশনে সুনীল অর্থনীতি, বিভিন্ন অর্থনীতিতে ব্লু-ইকোনমির অবদান, সুনীল অর্থনীতির বৈশ্বিক অবস্থা, বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতির অর্থনৈতিক মূল্য, সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রসমূহ, বাংলাদেশে উপকূল এলাকা ও সুনীল অর্থনীতি নিয়ে সরকারের গৃহীত জাতীয় পরিকল্পনা ও সুনীল অর্থনীতির কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ওশেনোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর কার্যক্রম ও পদক্ষেপ, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সুনীল অর্থনীতি, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ সুনীল অর্থনীতি পরিকল্পনা ইত্যাদি উপস্থাপন করেন।

উক্ত সেমিনারে ‘ব্লু ইকোনমি: ফাভিং প্রসপেকটস অব ক্যাপিটাল মার্কেট’ শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থান করেন বিএসইসি’র নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম। তিনি বৈশ্বিক ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সুনীল অর্থনীতির নানাদিক তুলে ধরেন। বিশ্বজুড়ে সুনীল অর্থনীতির ক্ষেত্র এবং বাংলাদেশে তার সম্ভাবনাসমূহ তথ্য-উপাত্তসহকারে উপস্থাপন করেন তিনি। তিনি দেশের সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে কিভাবে দেশের পুঁজিবাজারকে ব্যবহার করা সম্ভব তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সুনীল অর্থনীতির ক্ষেত্রে পুঁজিবাজারের মাধ্যমে অর্থ

সংগ্রহ বা অর্থায়ন নিয়ে আলোচনা করেন তিনি। এছাড়া তিনি ব্লু ইকোনমির জন্য বিশেষভাবে সৃষ্ট ব্লু বন্ড ধারণা নিয়ে আলোকপাত করেন। ব্লু বন্ড এর মাধ্যমে পৃথিবীর সেশেলস(Seychelles), ফিজি, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি দেশে ব্লু বর্ডের মাধ্যমে পুঁজি সংগ্রহের উদাহরণ তুলে ধরেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন(বিএসইসি)’র সাথে পরিবেশ বান্ধব বন্ড বাজারের উন্নয়ন এবং দেশে এ সংক্রান্ত গাইডলাইড তৈরি, বাস্তবায়ন ইত্যাদির জন্য ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন(আইএফসি) ও ইউএনডিপি’র চুক্তির কথা উল্লেখ করে দেশে পরিবেশ বান্ধব বন্ডগুলোর বিকাশের বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন।

উক্ত সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিএসইসি কমিশনার ড. শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ। তিনি সুনীল অর্থনীতির জন্য বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলোর বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি অন্যান্যের মধ্যে বলেন, ‘অনেক দেশে সুনীল অর্থনীতির উন্নয়নে অন্যতম বাধা হিসেবে দেখা যায় রাজনৈতিক সদিচ্ছা অভাব, কিন্তু বাংলাদেশে সরকারের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা রয়েছে সুনীল অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটানোর।’ সুনীল অর্থনীতির উন্নয়ন ও অর্থায়নে এই ক্ষেত্রটিতে প্রাইভেট সেক্টরের অন্তর্ভুক্তিকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং প্রাইভেট সেক্টরকে অন্তর্ভুক্তি না করতে পারলে শুধুমাত্র সরকারের উপর নির্ভর করে এই খাতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো সম্ভব হবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি। তিনি আরো বলেন, ‘কিভাবে প্রাইভেট সেক্টরকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় সেবিষয়ে ভাবতে হবে। শুধু রপ্তানীকেন্দ্রিক না হয়ে দেশের ব্লু ইকোনমির উৎপাদনকে আরো নানা ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে।’ এছাড়াও তিনি বলেন, অনেকগুলো পক্ষ দেশের ব্লু ইকোনমির উন্নয়নে কাজ করছে এবং প্রায় ২০ টি মন্ত্রণালয় এখানে জড়িত রয়েছে। উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে হলে সকল পক্ষগুলোর মধ্যে সমন্বয়সাধন প্রয়োজন। বাংলাদেশে পলিসি ও আইনগত কার্যক্রম ইতোমধ্যে অনেকটা এগিয়েছে এবং বর্তমানে পলিসি অনুযায়ী বাস্তবায়ন প্রয়োজন। বাংলাদেশে পরিবেশবান্ধব বন্ড এর জন্য গাইডলাইনগুলো তৈরিতে বিএসইসি আইএফসির সাথে কাজ করছে বলে জানান তিনি।

উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম। সুনীল অর্থনীতিকে যথাযথভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি প্রসঙ্গে তিনি সিঙ্গাপুর এর উদাহরণ তুলে ধরেন। বিনিয়োগকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে সিঙ্গাপুর কিভাবে সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নকে সম্ভব করেছে তা ব্যাখ্যা করেন তিনি। তিনি বৈজ্ঞানিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘আপনাদের গবেষণা করতে হবে কিভাবে সমুদ্রের সম্পদ ব্যবহার করা সম্ভব, কাজে লাগানো সম্ভব। সবকিছুর মধ্যেই সম্পদ রয়েছে, আমাদের খুঁজে বের করতে হবে সম্পদের মাঝে থাকা সম্ভাবনাকে এবং সেটাকে কাজে লাগাতে হবে।’ বিদেশী বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ীরাও বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতিতে বিনিয়োগে আগ্রহী বলে জানান তিনি। বিদেশী কোম্পানিগুলো দেশে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে অংশগ্রহণ করতে চায় বলে উল্লেখ করেন তিনি। বাংলাদেশে অপার সম্ভবনাময় দেশ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে দেশের দুই-তৃতীয়াংশ ভূমির

সমপরিমাণ সমুদ্র এলাকা পাওয়া সম্ভব হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। সুনীল অর্থনীতির জন্য বেসরকারি খাত ও পুঁজিবাজার কেন্দ্রিক অর্থায়ন সারা পৃথিবীতে হচ্ছে বলে জানান তিনি। বাণিজ্যিকভাবে সফল করার মাধ্যমে আইডিয়াকে কাজে লাগানোর কথা বলেন তিনি। বাণিজ্যিকভাবে সফল করা গেলে শুধু সরকারের অর্থায়নের উপর নির্ভরতা কমে আসবে এবং বেসরকারি খাতে অর্থায়নের সুযোগ বহুগুণে বাড়বে বলে জানান তিনি। বড় ধরনের অর্থায়নের জন্য পুঁজিবাজার সবচেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র এবং বাণিজ্যিকভাবে সফল প্রজেক্টে এর জন্য ব্যবসায়ীরা আগ্রহী হলে; বিএসইসি পরিবেশবান্ধব প্রজেক্টে অর্থায়নের সুযোগকে কাজে লাগাতে সর্বাত্মক সহায়তা করবে বলে জানান তিনি। সকলকে ব্লু বন্ড, গ্রীণ বন্ড নিয়ে ভাবার অনুরোধ জানান। সম্পদকে ব্যবহার করে জিডিপিতে অবদান রাখতে হবে, উন্নত দেশ হয়ে উঠার জন্য স্ব স্ব অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে বলে জানান তিনি। সমষ্টিক অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ তার ইঙ্গিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। তিনি সেমিনারে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান এবং বাংলাদেশ ওশেনোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।



মোহাম্মদ রেজাউল করিম
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র



